।। ওঁ শ্রী পরমাত্মনে নমঃ।।

।। অথ ষোড়শোঽধ্যায়ঃ ।।

যোগেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রশ্ন প্রস্তুত করার নিজস্ব বিশিষ্ট শৈলী। প্রথমে তিনি প্রকরণের বিশেষত্বের উল্লেখ করেন, যার ফলে জিজ্ঞাসুগণ সে বিষয়ে জানার জন্য আকৃষ্ট হন, তার পর তিনি সেই প্রকরণ স্পষ্ট করেন। উদাহরণার্থ কর্মকে নিন। তিনি দ্বিতীয় অধ্যায়েই প্রেরণা দিয়েছেন– অর্জুন! কর্ম কর। তৃতীয় অধ্যায়ে ইঙ্গিত করেছেন, নির্ধারিত কর্ম কর। নির্ধারিত কর্ম কি? তখন বলেছেন যজ্ঞের প্রক্রিয়াই কর্ম। তারপর যজ্ঞের স্বরূপ কি তা না বলে যজ্ঞের উৎপত্তি হল কোত্থেকে ও যজ্ঞ থেকে আমরা কি ফললাভ করি? আগে তা বললেন। চতুর্থ অধ্যায়ে তেরো-চৌদ্দটি বিধির মাধ্যমে যজ্ঞের স্বরূপ স্পষ্ট করেছেন, যজ্ঞকেই কর্ম বলেছেন। এখানে কর্ম কি তা স্পষ্ট হয়েছে, যার শুদ্ধ অর্থ–যোগ-চিন্তন, আরাধনা, যা' মন ও ইন্দ্রিয়সমূহের ক্রিয়াদ্বারা সম্পন্ন হয়।

এইরূপ তিনি নবম অধ্যায়ে দৈবী ও আসুরী প্রবৃত্তির উল্লেখ করেছেন। এদের বিশেষত্ব বলেছেন যে, অর্জুন! যাদের স্বভাব আসুরী, তারা আমাকে তুচ্ছ ব্যক্তি বলে অবজ্ঞা করে। মনুষ্যদেহ আশ্রয়পূর্বক ব্যবহার করি কারণ মনুষ্য দেহেই আমি এই স্থিতিলাভ করেছি; কিন্তু আসুরী স্বভাব যাদের, সেই মূঢ়গণ আমাকে ভজনা করে না, দৈবী সম্পদ্‌যুক্ত ভক্তগণ অনন্য চিত্তে আমাকে ভজনা করেন। এখনও পর্যন্ত এই দুটি প্রবৃত্তির স্বরূপ, এদের গঠন সম্বন্ধে বলা হয়নি। এখন বর্তমান অধ্যায়ে যোগেশ্বর এদের স্বরূপ স্পষ্ট করবেন, উভয়ের মধ্যে আগে দৈবী সম্পদের লক্ষণ সম্বন্ধে বলছেন–

শ্রীভগবানুবাচ

অভয়ং সত্ত্বসংশুদ্ধির্জ্ঞানযোগব্যবস্থিতিঃ।
দানং দমশ্চ যজ্ঞশ্চ স্বাধ্যায়স্তপ আর্জবম্।।১।।

ভয়শূন্য, অন্তঃকরণের শুদ্ধতা, তত্ত্বজ্ঞানের জন্য ধ্যানে অচলস্থিতি অথবা নিরন্তর একাগ্রতা, সর্বস্বের সমর্পণ, উত্তমরূপে ইন্দ্রিয়সমূহের দমন, যজ্ঞের আচরণ (যেরূপ স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ চতুর্থ অধ্যায়ে বলেছেন—সংযমাগ্নিতে আহুতি, ইন্দ্রিয়াগ্নিতে আহুতি, প্রাণ-অপান-এ আহুতি এবং শেষে জ্ঞানাগ্নিতে আহুতি অর্থাৎ আরাধনার প্রক্রিয়া, যা কেবল মন ও ইন্দ্রিয়সমূহের অন্তর্ক্রিয়াদ্বারা সম্পন্ন হয়। তিল, যব, বেদী ইত্যাদি সামগ্রী দ্বারা যে যজ্ঞসম্পন্ন হয়, সেই যজ্ঞের এই গীতোক্ত যজ্ঞের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই। শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ কোন কর্মকাণ্ডকে যজ্ঞ বলে স্বীকার করেননি।), স্বাধ্যায় অর্থাৎ যে অধ্যয়ন স্ব-স্বরূপের দিকে এগিয়ে যেতে সাহায্য করে, তপস্যা অর্থাৎ মন ও ইন্দ্রিয়সমূহকে ইষ্টের অনুরূপ তৈরী করা এবং '**আর্জবম্**'- দেহ, ইন্দ্রিয়সমূহ ও অন্তঃকরণের সরলতা—

অহিংসা সত্যমক্রোধস্ত্যাগঃ শান্তিরপৈশুনম্।
দয়া ভূতেষ্বলোলুপ্ত্বং মার্দবং হ্রীরচাপলম্।।২।।

অহিংসা অর্থাৎ আত্মার উদ্ধার (আত্মাকে অধোগতিতে নিয়ে যাওয়াই হিংসা। শ্রীকৃষ্ণ বলছেন—যদি আমি সাবধান হয়ে কর্ম না করি, তাহলে এই সকল প্রজার হননকর্তা এবং বর্ণসঙ্করের কর্তা হব। আত্মার শুদ্ধবর্ণ হল পরমাত্মা। আত্মা যখন প্রকৃতির মধ্যে দিগ্‌ভ্রান্ত হয়, তখনই বর্ণসঙ্কর উৎপন্ন হয়, আত্মার হিংসা একেই বলা হয় এবং আত্মার উদ্ধার করাকে অহিংসা বলা হয়।), সত্য (সত্যের তাৎপর্য যথার্থ ও প্রিয় বাক্য নয়। আপনি যদি বলেন এই বস্ত্রটি আমার, তাহলে কি আপনি সত্য বলছেন? এর থেকে বড় মিথ্যা আর কি হবে? দেহটাই যখন আপনার নয়, নশ্বর, তখন এই দেহ আবৃত করার বস্ত্র আপনার কি করে হতে পারে? বস্তুতঃ যোগেশ্বর স্বয়ং সত্যের স্বরূপ বলেছেন যে, অর্জুন! সত্য বস্তুর তিনকালে অভাব নেই। এই আত্মাই সত্য, পরমসত্য—এই সত্যের দিকে লক্ষ্য রাখা।), ক্রোধহীনতা, সর্বস্বের সমর্পণ, শুভাশুভ কর্মফলের ত্যাগ, চিত্ত চাঞ্চল্যের অভাব, লক্ষ্যের বিপরীত নিন্দিত কাজ না করা, সর্বভূতে দয়া, ইন্দ্রিয়সমূহ বিষয়ের সঙ্গে সংযুক্ত হলেও বিষয়াসক্তের অভাব, কোমলতা, লক্ষ্য থেকে বিমুখ হতে লজ্জা, ব্যর্থ চেষ্টার অভাব এবং—

তেজঃ ক্ষমা ধৃতিঃ শৌচমদ্রোহো নাতিমানিতা।
ভবন্তি সম্পদং দৈবীমভিজাতস্য ভারত।।৩।।

তেজ (যা একমাত্র ঈশ্বরে আছে, তাঁর তেজে যিনি কার্য করেন। মহাত্মাবুদ্ধের দৃষ্টি-নিক্ষেপমাত্র অঙ্গুলিমালের বিচারে পরিবর্তন হয়েছিল। সেই তেজের জন্য এইরূপ সম্ভব হয়েছিল, যার দ্বারা কল্যাণ হয়, এই তেজ বুদ্ধের মধ্যে ছিল), ক্ষমা, ধৈর্য, শুদ্ধি, অবৈরভাব, পূজনীয় হবার ভাব যাঁর মধ্যে নেই- হে অর্জুন! দৈবী সম্পদ্ প্রাপ্ত পুরুষের মধ্যে এই লক্ষণ দেখা যায়। এইভাবে ছাবিশটি লক্ষণ বললেন, যা সাধনাতে পরিপক্ক পুরুষের মধ্যেই থাকা সম্ভব এবং আংশিকরূপে আপনার মধ্যেও আছে এবং আসুরী প্রবৃত্তি যাদের মধ্যে বিশেষ রূপে সক্রিয়, এইরূপ মানুষের মধ্যেও এইসব গুণ আছে; কিন্তু প্রসুপ্ত অবস্থাতে, তবেই তো ঘোর পাপীও কল্যাণের অধিকারী। এখন আসুরী সম্পদের প্রমুখ লক্ষণ বলছেন–

দম্ভো দর্পোঽভিমানশ্চ ক্রোধঃ পারুষ্যমেব চ।

অজ্ঞানং চাভিজাতস্য পার্থ সম্পদমাসুরীম্।।৪।।

হে পার্থ! দম্ভ, দর্প, অভিমান, ক্রোধ, কঠোরবাক্য ও অজ্ঞান–এগুলি আসুরী সম্পদ্ প্রাপ্ত পুরুষের লক্ষণ। এই দুই সম্পদের কাজ কি?–

দৈবী সম্পদ্বিমোক্ষায় নিবন্ধায়াসুরী মতা।

মা শুচঃ সম্পদং দৈবীমভিজাতোঽসি পাণ্ডব।।৫।।

এই দুই সম্পদের মধ্যে দৈবী সম্পদ্ '**বিমোক্ষায়**'–মুক্তির কারণ এবং আসুরী সম্পদ্ বন্ধনের কারণ বলা হয়েছে। হে অর্জুন! শোক করো না; কারণ তুমি দৈবী সম্পদ্ প্রাপ্ত পুরুষ মুক্তিলাভ করবে অর্থাৎ আমাকে লাভ করবে। সেই সম্পদ্ দুটি কোথায় থাকে?–

দ্বৌ ভূতসর্গৌ লোকেঽস্মিন্দৈব আসুর এব চ।

দৈবো বিস্তরশঃ প্রোক্ত আসুরং পার্থ মে শৃণু।।৬।।

হে অর্জুন! এই লোকে ভূতগণের স্বভাব দুই প্রকারের হয়– দেরতুল্য ও অসুরতুল্য। যখন দৈবী সম্পদ্ হৃদয়ে কাজ করে তখন এই মানুষই দেবতা এবং যখন আসুরী সম্পদের বাহুল্য ঘটে, তখন এই মানুষই অসুর। সৃষ্টিতে কেবল এই দুটি জাতিরই মানুষ বিদ্যমান। তা তাঁর জন্ম আরবদেশ অথবা অষ্ট্রেলিয়া যেখানেই

হয়ে থাকুক; তিনি এই দুটির মধ্যেই কোন একটি সম্পদ্‌যুক্ত হবেন। এখন পর্যন্ত দেব-স্বভাব সম্বন্ধেই বিস্তারিত ভাবে বলা হয়েছে। এবার অসুর-স্বভাব সম্বন্ধে আমার কাছে শোন।

প্রবৃত্তিং চ নিবৃত্তিং চ জনা ন বিদুরাসুরাঃ।

ন শৌচং নাপি চাচারো ন সত্যং তেষুবিদ্যতে।।৭।।

হে অর্জুন ! অসুর-স্বভাব বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ 'কার্যম্ কর্মে' প্রবৃত্ত এবং অকর্তব্য কাজ থেকে নিবৃত্ত হতে জানে না সেইজন্য তাদের মধ্যে শুদ্ধি থাকে না, আচরণ এবং সত্য থাকে না। ঐ ব্যক্তিগণের বিচারধারা কিরূপ হয় ?—

অসত্যমপ্রতিষ্ঠং তে জগদাহুরনীশ্বরম্।

অপরস্পরসম্ভূতং কিমন্যৎকামহৈতুকম্।।৮।।

আসুরী প্রকৃতির ব্যক্তিগণ বলে, এই জগৎ আশ্রয়রহিত, মিথ্যা ও ঈশ্বর ব্যতীরেকে স্ত্রী-পুরুষের সংযোগেই উৎপন্ন হয়েছে। সেইজন্য ভোগ-উপভোগ করা। ভিন্ন আর কি আছে ?

এতাং দৃষ্টিমবষ্টভ্য নষ্টাত্মানোহল্পবুদ্ধয়ঃ।

প্রভবন্ত্যুগ্রকর্মাণঃ ক্ষয়ায় জগতোহহিতাঃ।।৯।।

এই মিথ্যা দৃষ্টিকোণ আশ্রয় করে যাদের স্বভাব নষ্ট হয়েছে, সেই অল্পবুদ্ধি, অনিষ্টকারী ও ক্রূরকর্মা ব্যক্তিগণ জগতের বিনাশের জন্য জন্মগ্রহণ করে।

কামমাশ্রিত্য দুষ্পূরং দম্ভমানমদান্বিতাঃ।

মোহাদ্‌গৃহীত্বাসদ্‌গ্রাহান্‌প্রবর্তন্তেহশুচিব্রতাঃ।।১০।।

দম্ভ, মান ও মদযুক্ত হয়ে, যে কামনা কখনও পূর্ণ হবে না তার আশ্রয় নিয়ে, অজ্ঞানবশতঃ মিথ্যা সিদ্ধান্তগ্রহণপূর্বক সেই অশুভ এবং অশুদ্ধব্রত ব্যক্তিগণ সংসারে প্রবৃত্ত হয়। তারা ব্রতও করে; কিন্তু অশুদ্ধ।

চিন্তামপরিমেয়াং চ প্রলয়ান্তামুপাশ্রিতাঃ।

কামোপভোগপরমা এতাবদিতি নিশ্চিতাঃ।।১১।।

তারা মৃত্যুকালপর্যন্ত অনন্ত চিন্তার আশ্রয় গ্রহণ করে, বিষয়ভোগের জন্য তৎপর 'আনন্দ এইটুকু'—এইরূপ চিন্তা করে। তারা এই রীতি অনুসরণ করে যে, যতটা হতে পারে ভোগ সংগ্রহ কর, এছাড়া কিছু নেই।

আশাপাশশতৈর্বদ্ধাঃ কামক্রোধপরায়ণাঃ।
ঈহন্তে কামভোগার্থমন্যায়েনার্থসঞ্চয়ান্।।১২।।

শত শত আশারূপ ফাঁস-এ আবদ্ধ (একটা ফাঁসেই মানুষের মৃত্যু হয়, এখানে শত শত ফাঁসদ্বারা) কাম ও ক্রোধের অধীন হয়ে তারা বিষয়ভোগের জন্য অন্যায়পূর্বক ধনাদি বহু পদার্থ সংগ্রহের চেষ্টা করে। ধনের জন্য তারা দিবা-রাত্রি অসামাজিক কাজে প্রবৃত্ত থাকে আরও বলছেন—

ইদমদ্য ময়া লব্ধমিমং প্রাপ্স্যে মনোরথম্।
ইদমস্তীদমপি মে ভবিষ্যতি পুনর্ধনম্।।১৩।।

তারা চিন্তা করে যে আজ আমার এই লাভ হয়েছে, এই মনোরথ ভবিষ্যতে পূর্ণ হবে, আমার এত ধন আছে, এত ধন ভবিষ্যতে লাভ হবে।

অসৌ ময়া হতঃ শত্রুর্হনিষ্যে চাপরানপি।
ঈশ্বরোহহমহং ভোগী সিদ্ধোহহং বলবান্সুখী।।১৪।।

এই শত্রু আমি নাশ করেছি এবং অন্য শত্রু সকলও নাশ করব। আমি ঈশ্বর ও ঐশ্বর্যভোগী। আমিই পুরুষার্থসম্পন্ন, বলবান ও সুখী।

আঢ্যোহভিজনবানস্মি কোহন্যোহস্তি সদৃশো ময়া।
যক্ষ্যে দাস্যামি মোদিষ্য ইত্যজ্ঞানবিমোহিতাঃ।।১৫।।

আমি ধনী ও বিশাল পরিবারভূক্ত। আমার সমান আর কে আছে? আমি যজ্ঞ করব, দান করব, আনন্দ করব—এইরূপে অসুর স্বভাব ব্যক্তিগণ অজ্ঞানমুগ্ধ হয়। তাহলে যজ্ঞ, দান কি অজ্ঞান? এই প্রসঙ্গে শ্লোক ১৭তে বলা হয়েছে। এর পরেও তারা স্থির হয় না, বরং বহু প্রাপ্তির মধ্যে থাকে। এই প্রসঙ্গে বলছেন—

অনেকচিত্তবিভ্রান্তা মোহজালসমাবৃতাঃ।
প্রসক্তাঃ কামভোগেষু পতন্তি নরকেহশুচৌ।।১৬।।

বহুসংকল্পে বিক্ষিপ্ত চিত্ত, মোহজালে জড়িত ও বিষয়-ভোগে আসক্ত হয়ে সেই অসুর-স্বভাব ব্যক্তিগণ অপবিত্র নরকে পতিত হয়। পরে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বলবেন যে, নরক কাকে বলে?–

আত্মসম্ভাবিতাঃ স্তব্ধা ধনমানমদান্বিতাঃ।
যজন্তে নামযজ্ঞৈস্তে দম্ভেনাবিধিপূর্বকম্।।১৭।।

তারা আত্মশ্লাঘাবিশিষ্ট, ধন ও মানের মদযুক্ত হয়ে দম্ভের সঙ্গে শাস্ত্রবিধি লঙ্ঘনপূর্বক নামমাত্র যজ্ঞের অনুষ্ঠান করে। যে যজ্ঞ শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, সেই যজ্ঞই কি করে?

না, সেই বিধিত্যাগ করে, করে। কারণ বিধিসম্বন্ধে স্বয়ং যোগেশ্বর বলেছেন। (অধ্যায় ৪/২৪-৩৩ এবং অধ্যায় ৬/১০-১৭)

অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধং চ সংশ্রিতাঃ।
মামাত্মপরদেহেষু প্রদ্বিষন্তোহভ্যসূয়কাঃ।।১৮।।

তারা অন্যের নিন্দা করে এবং অহঙ্কার, বল, দর্প, কামনা ও ক্রোধ আশ্রয়পূর্বক স্বীয় দেহে ও অপর দেহে অবস্থিত আমাকে (অন্তর্যামী পরমাত্মাকে) দ্বেষ করে। শাস্ত্রবিধিদ্বারা পরমাত্মাকে স্মরণ করা এক প্রকারের যজ্ঞ। শাস্ত্রবিধি ত্যাগ করে যারা নামমাত্র যজ্ঞের অনুষ্ঠান করে, যজ্ঞের নাম করে কোন না কোন অনুষ্ঠান করতেই থাকে, তারা স্বীয় দেহে ও অপর দেহে অবস্থিত আমাকে (পরমাত্মাকে) দ্বেষ করে। মানুষ দ্বেষ করেই আর রেহাইও পায়। এরাও কি নিস্তার পাবে? এই প্রসঙ্গে বলছেন–না,

তানহং দ্বিষতঃ ক্রুরান্‌সংসারেষু নরাধমান্।
ক্ষিপাম্যজস্রমশুভানাসুরীষ্বেব যোনিষু।।১৯।।

আমাকে দ্বেষ করে যারা, সেই পাপীচারী, ক্রূরকর্মা নরাধমগণকে আমি সংসারে আসুরী যোনিতে পুনঃপুনঃ নিক্ষেপ করি। যারা শাস্ত্রবিধি ত্যাগ করে যজন করে, তারা পাপযোনি, তারাই মনুষ্য মধ্যে অধম, এদেরই ক্রূরকর্মা বলা হয়েছে। অন্য কেউ অধম নয়। পূর্বে বলেছেন, এইরূপ অধমগণকে আমি নরকে নিক্ষেপ করি, তাকেই এখানে বললেন যে তাদের কে অজস্র আসুরী যোনিতে নিক্ষেপ করি।

একেই নরক বলা হয়। সাধারণ জেলের যাতনাই ভয়ঙ্কর হয়, এখানে বারংবার আসুরী যোনিতে নিক্ষিপ্তের ক্রম কত পীড়াদায়ক হবে। অতএব দৈবী সম্পদ্ অর্জন করার জন্য প্রযত্নশীল হওয়া উচিত।

আসুরীং যোনিমাপন্না মূঢা জন্মনি জন্মনি।
মামপ্রাপ্যৈব কৌন্তেয় ততো যান্ত্যধমাং গতিম্।।২০।।

কৌন্তেয়! মূঢ়গণ জন্মে জন্মে আসুরী যোনি প্রাপ্ত হয় এবং আমাকে লাভ করা দূরে থাক, পূর্বজন্মপেক্ষা আরও নীচযোনি লাভ করে, যাকে নরক বলা হয়। এখন দেখুন, নরকের উৎপত্তির কারণ—

ত্রিবিধং নরকস্যেদং দ্বারং নাশনমাত্মনঃ।
কামঃ ক্রোধস্তথা লোভস্তস্মাদেতত্ত্রয়ং ত্যজেৎ।।২১।।

কাম, ক্রোধ এবং লোভ—এই তিনটি নরকের দ্বারস্বরূপ। এরা আত্মার অধোগতিদায়ক। অতএব এই তিনটি ত্যাগ করা উচিত। সমস্ত আসুরী সম্পদ্ এই তিনটির অন্তর্ভুক্ত। এদের ত্যাগ করলে কি লাভ হয়?—

এতৈর্বিমুক্তঃ কৌন্তেয় তমোদ্বারৈস্ত্রিভির্নরঃ।
আচরত্যাত্মনঃ শ্রেয়স্ততো যাতি পরাং গতিম্।।২২।।

কৌন্তেয়! এই তিনটি নরকদ্বার থেকে মুক্ত হলে মানুষ স্বীয় কল্যাণসাধনে সমর্থ হয় এবং সেই অনুষ্ঠানবশতঃ সে পরমগতি অর্থাৎ আমাকে লাভ করে। এই তিনটি বিকার ত্যাগ করার পরেই মানুষ নিয়ত কর্মের অনুষ্ঠান করে, যার পরিণাম পরমশ্রেয়ঃ।

যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ততে কামকারতঃ।
ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিম্।।২৩।।

যিনি উপর্যুক্ত শাস্ত্রবিধি উল্লঙ্ঘনপূর্বক (অন্য কোন শাস্ত্র নয়, **'ইতি গুহ্যতমং শাস্ত্রম্'**—(১৫/২০) গীতা স্বয়ং পূর্ণ শাস্ত্র, যা স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, সেই বিধি ত্যাগ করে) স্বেচ্ছাচারী হয়ে বিহিতের আচরণ করেন না অথচ নিষিদ্ধের আচরণ করেন, তিনি সিদ্ধিলাভের যোগ্য হন না, তিনি পরমগতি এবং সুখলাভ করতে পারেন না।

তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণং তে কার্যাকার্যব্যবস্থিতৌ।
জ্ঞাত্বা শাস্ত্রবিধানোক্তং কর্ম কর্তুমিহার্হসি।।২৪।।

অতএব অর্জুন! কর্তব্য ও অকর্তব্য নির্ধারণে যে—কি করা উচিত, কি করা উচিত নয়, শাস্ত্রই এ বিষয়ে তোমার জ্ঞাপক। অতএব শাস্ত্রবিধির স্বরূপ জেনে তোমার নিয়ত কর্ম করা উচিত।

তৃতীয় অধ্যায়েও যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ '**নিয়তং কুরু কর্ম ত্বং**'— নিয়ত কর্মের উপর জোর দিয়েছেন ও বলেছেন যে, যজ্ঞের প্রক্রিয়াই সেই নিয়ত কর্ম এবং সেই যজ্ঞ আরাধনার বিধি-বিশেষর বর্ণনাকেই বলা হয়েছে, যা' মন নিরুদ্ধ করে শাশ্বত ব্রহ্মে স্থিতিলাভ করিয়ে দেয়। এখানে তিনি বলছেন যে, কাম, ক্রোধ এবং লাভ এরাই নরকের তিনটি মুখ্য দ্বার। এই তিনটি ত্যাগ করার পরেই সেই কর্মের (নিয়ত কর্মের) আরম্ভ হয়, যা আমি বারংবার বলেছি, যে আচরণ পরমকল্যাণ ও পরমশ্রেয় প্রদান করে। সাংসারিক কাজে যে যত ব্যস্ত, কাম, ক্রোধ এবং লোভ তার মধ্যে সেই পরিমাণেই পাওয়া যায়। কাম, ক্রোধ ও লোভ ত্যাগ করার পরেই কর্মে প্রবেশ পাওয়া যায়, কর্মের আচরণ সম্ভব হয়। যারা সেই বিধি ত্যাগ করে স্বেচ্ছাচারী হয়ে আচরণ করে, তারা সুখ, সিদ্ধি অথবা পরমগতি কিছুই লাভ করতে পারে না। কর্তব্য ও অকর্তব্যের নির্ধারণের শাস্ত্রই একমাত্র প্রমাণ। অতএব শাস্ত্রবিধির অনুসারে তোমার কর্ম করা উচিত এবং সেই শাস্ত্র হল 'গীতা'।

নিষ্কর্ষ –

বর্তমান অধ্যায়ের শুরুতে যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ দৈবী সম্পদের বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করেছেন। প্রস্তুত অধ্যায়ে ধ্যানে স্থিতি, সর্বস্বের সমর্পণ, অন্তঃকরণের শুদ্ধি, ইন্দ্রিয়গুলির দমন, মনের শমন, যে অধ্যয়ন স্বরূপের স্মরণ করিয়ে দেয় সেই অধ্যয়ন, যজ্ঞকর্মে যত্নশীল, মন ও ইন্দ্রিয়সমূহকে সংযত করা, ক্রোধহীনতা, চিত্তে শান্তভাব ইত্যাদি ছাব্বিশটি সদ্‌গুণ সম্বন্ধে বললেন, যে সদ্‌গুণগুলি যোগসাধনাতে প্রবৃত্ত ইষ্টের নিকটবর্তী যে কোন সাধকের মধ্যেই থাকা সম্ভব। আংশিকরূপে সকলের মধ্যেই আছে।

তদনন্তর তিনি আসুরী সম্পদের অন্তর্গত যে চার-ছয়টি প্রমুখ বিকার আছে, সে সকলের নাম নিয়েছেন; যেমন—অভিমান, দম্ভ, কঠোরতা, অজ্ঞান ইত্যাদি ও

শেষে বললেন যে, অর্জুন! দৈবী সম্পদ্ '**বিমোক্ষায়**'— পূর্ণ নিবৃত্তিতে সাহায্য করে, পরমপদের প্রাপ্তির জন্য এর প্রয়োজন হয় এবং আসুরী সম্পদ্ বন্ধনে আবদ্ধ করে ও অধোগতিতেনিয়ে যায়। অর্জুন! তুমি শোক করো না; কারণ তুমি দৈবী সম্পদ্ সম্পন্ন।

এই দুটি সম্পদের উৎপত্তি হয় কোথায়? তিনি বলেছেন, এই জগতে মানুসের স্বভাব দুই প্রকারের—দেবতুল্য ও অসুরতুল্য। যখন দৈবী সম্পদের বাহুল্য ঘটে, তখন মানুষ দেবতুল্য হয় এবং যখন আসুর সম্পদের বাহুল্য ঘটে, তখন মানুষই অসুরতুল্য হয়। এই সৃষ্টিতে মানুষের কেবল দুটি জাতি; তাতে কোথাও জন্মগ্রহণ করুক না কেন, তাতে কিছু আসে যায় না।

এর পর তিনি আসুর স্বভাব বিশিষ্ট মানুষের লক্ষণ সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে বললেন। আসুর স্বভাব ব্যক্তিগণ কর্তব্য কর্মে প্রবৃত্ত এবং অকর্তব্য কার্য থেকে নিবৃত্ত হতে জানে না। কর্মে প্রবৃত্ত হয়নি সেইজন্য তাদের শৌচ নেই, আচরণ নেই এবং সত্যও নেই। তারা বলে এই জগৎ আশ্রয়রহিত, ঈশ্বর ব্যতিরেকে স্ত্রী-পুরুষের সংযোগেই উৎপন্ন হয়েছে। অতএব ভোগ হল জীবনের পরম পুরুষার্থ। এর থেকে শ্রেষ্ঠ আর কিছু নেই। এই ধরণের চিন্তনধারা কৃষ্ণকালেও ছিল। সর্বদা ছিল। কেবল চার্বাক বলেছেন, এমন কথা নয়। যতক্ষণ মানুষের মনে দৈবী-আসুরী প্রবৃত্তির ওঠা-নামা চলবে, ততক্ষণ থাকবে। শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, সেই মন্দবুদ্ধি ক্রূরকর্মা ব্যক্তিগণ সকলের অহিত (কল্যাণনাশ) করার জন্য জগতে উৎপন্ন হয়। তারা বলে থাকে— এই শত্রুকে আমি নাশ করেছি, পরে অমুক শত্রুর নাশ করব ইত্যাদি। এইরূপ অর্জুন! কাম, ক্রোধ আশ্রয় করে সেই ব্যক্তিগণ শত্রুনাশ করে না বরং স্বীয় দেহে ও অপর দেহে অবস্থিত আমাকে (পরমাত্মাকে) দ্বেষ করে। তবে কি অর্জুন প্রতিজ্ঞা করে জয়দ্রথাদিকে বধ করেছিলেন? যদি বধ করেছিলেন, তাহলে আসুর স্বভাব বিশিষ্ট তিনি, পরমাত্মাকে দ্বেষ করেন; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে স্পষ্ট বলেছিলেন যে তুমি দৈবী সম্পদ্ সম্পন্ন, শোক করো না। এখানেও একথা স্পষ্ট হল যে, সকলের হৃদয়ে ঈশ্বরের নিবাস। স্মরণ রাখা উচিত যে, একজন তোমাকে সবসময় দেখছেন। অতএব সদা শাস্ত্রনির্দিষ্ট ক্রিয়ার আচরণ করা উচিত অন্যথা দণ্ড প্রস্তুত।

যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ পুনরায় বললেন যে, আসুর শ্বভাব বিশিষ্ট ক্রূর ব্যক্তিগণকে আমি পুনঃপুনঃ নরকে নিক্ষেপ করি। নরকের স্বরূপ কি? বললেন, বারংবার

নীচ-অধম যোনিতে নিক্ষিপ্ত হওয়া একে অন্যের পর্যায়। এই হল নরকের স্বরূপ। কাম, ক্রোধ এবং লোভ এই তিনটি নরকের দ্বারস্বরূপ। সমস্ত আসুর সম্পদ্ এই তিনটির অন্তর্ভুত। এই তিনটি ত্যাগের পরেই সেই কর্ম আরম্ভ হয়, যা' আমি বার বার বলেছি। অতএব কাম, ক্রোধ ও লোভ ত্যাগ করার পরেই কর্ম শুরু হয়।

সাংসারিক কার্যে, মর্যাদা অনুসারে সামাজিক ব্যবস্থা নির্বাহে যিনি যত ব্যস্ত, কাম-ক্রোধ ও লোভ তাঁদের মধ্যে সেই পরিমাণেই পাওয়া যায়। বস্তুতঃ এই তিনটি ত্যাগ করার পরেই কর্মে প্রবেশ লাভ হয়, যা' পরম-এ স্থিতি প্রদান করে। সেইজন্য কি করা উচিত, কি করা উচিত নয় এই কর্তব্য, অকর্তব্যের নির্ধারণে শাস্ত্রই প্রমাণ। কোন শাস্ত্র? এই গীতাশাস্ত্র; '**কিমন্যৈ শাস্ত্রবিস্তরৈঃ।**' সেইজন্য এই শাস্ত্রদ্বারা নির্ধারিত কর্ম-বিশেষ (যজ্ঞার্থ কর্ম) তুমি কর।

বর্তমান অধ্যায়ে যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ দৈবী ও আসুর দুটি সম্পদেরই বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করেছেন। তাদের স্থান মানব-হৃদয় বললেন। তাদের ফল সম্বন্ধে বললেন। অতএব–

ওঁ তৎসদিতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুন সংবাদে 'দৈবাসুরসম্পদ্বিভাগযোগো' নাম ষোড়শোহধ্যায়ঃ।

এই প্রকার শ্রীমদ্ভগবদ্গীতারূপী উপনিষদ্ এবং ব্রহ্মবিদ্যা তথা যোগশাস্ত্র বিষয়ক শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের সংবাদে 'দৈবাসুর সম্পদ্ বিভাগ যোগ' নামক ষোড়শ অধ্যায় পূর্ণ হল।

ইতি শ্রীমৎপরমহংস পরমানন্দস্য শিষ্য স্বামী অড়গড়ানন্দকৃতে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াঃ 'যথার্থগীতা' ভাষ্যে 'দৈবাসুরসম্পদ্বিভাগযোগো' নাম ষোড়শোহধ্যায়ঃ।।১৬।।

এই প্রকার শ্রীমৎপরমহংস পরমানন্দজীর শিষ্য স্বামী অড়গড়ানন্দকৃত 'শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা'র ভাষ্য 'যথার্থ গীতা'তে 'দৈবাসুর সম্পদ্ বিভাগ যোগ' নামক ষষ্ঠদশ অধ্যায় সমাপ্ত হল।

।। হরিঃ ওঁ তৎসৎ।।